بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আল-কাসিম

আল-কাসিম বুলেটিনঃ ০১

পরিবেশনায়

রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরী

রক্তাক্ত বাবরি মসজিদ মুমিনদের জন্য এক বিপদ সংকেত

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

وَلَوۡلَا دَفۡعُ اللّٰہِ النَّاسَ بَعۡضَہُمۡ بِبَعۡضٍ لَّہُدِّمَتۡ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ یُذۡکَرُ فِیۡہَا اسۡمُ اللّٰہِ کَثِیۡرًا ؕ وَلَیَنۡصُرَنَّ اللّٰہُ مَنۡ یَّنۡصُرُہٗ ؕ اِنَّ اللّٰہَ لَقَوِیٌّ عَزِیۡزٌ

অনুবাদঃ আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রীষ্টানদের) নির্ঝন গির্জা, এবাদত খানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর। (সূরা হজ্জ: ৪০)

সম্প্রতি ৩০ সেপ্টেম্বর লখনউ এর বিশেষ সিবিআই আদালত বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলায় অভিযুক্ত ৪৯ জনের মধ্যে জীবিত থাকা ৩২ জনের সবাইকে বেকসুর খালাস দিয়ে দেয়। ফলে বেকসুর মুক্তিলাভ করেছে লালকৃষ্ণ আডবাণী, মুরলীমনোহর জোশী, উমা ভারতী-সহ অভিযুক্ত সকল হিন্দুত্ববাদি নেতা। বিচারক সুরেন্দ্রকুমার ২ হাজার ৩০০ পাতার রায়ে বলেছে,
"১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বরের মসজিদ ভাঙার পিছনে অভিযুক্তদের কারও কোন হাত ছিল না। উন্মত্ত জনতাই এই ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে। উল্টো তারা ভাঙচুরের ঘটনা আটকানোর চেষ্টা করেছিলেন"।

অথচ এ সকল হিন্দুত্ববাদি নেতারা যে বাবরি মসজিদ ধ্বংসে নেতৃত্ব দিয়েছে, লোকদের উস্কানি দিয়ে মসজিদ ভাঙ্গিয়েছে, তার প্রমাণ হিসেবে ভরি ভরি ভিডিও ইন্টারনেটে বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এ সকল ভিডিও আদালতে পেশ করলে বিচারক সেগুলোকে এডিট করা ভিডিও আখ্যা দিয়ে নির্লজ্জভাবে উড়িয়ে দেয়। বস্তুত হিন্দুত্ববাদি আদালতের কাছে বিচার আশা করাটাই একধরণের বোকামি। কেননা বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলার রায় দেওয়ার আগেই যখন রামমন্দির মামলা মিটিয়ে ফেলে সেখানে রামমন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করে দেয়া হয়েছে, তখন আর মসজিদ ভাঙায় অপরাধ কীসের?

হে প্রিয় উম্মাহ!
এসব ঘটনা কাকতালীয় নয়, বিচ্ছিন্ন নয়। ১৮২২ সালে প্রথমবারের মতো রাম মন্দিরের স্থানে বাবরি মসজিদ নির্মিত হয়েছে মর্মে দাবি তোলা; ১৯৪৯-এর ২৩ ডিসেম্বর মসজিদের মূল গম্বুজের

নিচে সাধুদের কর্তৃক রাম ও সিতার মূর্তি রেখে দেয়া; মুসলিমরা মূর্তি সরাতে গেলে সরকার কর্তৃক বিরোধপূর্ণ স্থান আখ্যা দিয়ে মসজিদ বন্ধ করে দেয়া; ১৯৮৬-এর ২৫শে জানুয়ারী রাজিব গান্ধীর সিদ্ধান্তে বাবরি মসজিদকে হিন্দু পুরোহিতদের জন্য খুলে দেয়া; ১৯৯২-এর ৬ই ডিসেম্বর বিজেপি-বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও শিবসেনার সমর্থনে প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আডবাণী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মুরলীমনোহর জোশী, মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উমা ভারতী এবং উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংহসহ অন্যান্য মুশরিক হিন্দু নেতাদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে পুলিশ-প্রশাসনের সহযোগিতা ও নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় বাবরি মসজিদ গুড়িয়ে দেয়া; ২০১৯-এর ৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে রামমন্দির নির্মাণের রায় দেয়া ও চলতি বছরের ৫ই আগস্ট মোদীর উপস্থিতিতে করোনা আবহের মধ্যেই সেখানে ভূমিপূজন ও রামমন্দির নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন; এবং সর্বশেষ ৩০ সেপ্টেম্বর সিবিআই আদালত কর্তৃক বাবরি মসজিদ ধ্বংস মামলায় অভিযুক্ত সকলকে বেকসুর খালাস ঘোষণা করা—সবই পূর্ব-পরিকল্পিত।

এসকল কর্মকান্ডের দ্বারা তারা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। আর তা হচ্ছে, গোটা ভারতে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। যার জ্বলন্ত প্রমাণ ২০১৯ এর ১১ ডিসেম্বর বৈষম্যপূর্ণ সিএএ আইন পাশ করণ। কেননা এর দ্বারা তারা সুবিধা বঞ্চিত মুসলিমদের নাগরিকত্বটুকুও হরণ করার মাধ্যমে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার পথকেই সুগম করছে।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, এই হিন্দু ধোঁকাবাজদের টার্গেট শুধু বাবরি মসজিদই নয়; বরং প্রতিটি গলির প্রতিটি মসজিদই তাদের টার্গেট। এ বছর ফেব্রয়ারির দাঙ্গায় আমরা দেখেছি, তারা দিল্লি মসজিদের মিনারে হিন্দুত্ববাদি পতাকা টাঙ্গিয়েছে। মসজিদের ভিতর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তা ধসিয়ে দিয়েছে। তারা তাদের মিশনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের রঙ বদলাতে থাকবে, যতক্ষণ না তাদের মিশন পূর্ণ হয়। আর তাদের মিশন হচ্ছে, ভারতকে মুসলিমমুক্ত করা অথবা মুসলিমদেরকে নিম্নশ্রেণীর প্রজায় পরিণত করা। তাদের এই শত্রুতা আমাদের ঈমানের সাথে, তাদের শত্রুতা আমাদের কালিমার সাথে, তাদের শত্রুতা আমাদের নামাজের সাথে, তাদের শত্রুতা আমাদের অস্তিত্বের সাথে।

হে মুহাম্মদ বিন কাসিম ও মাহমুদ গজনবির উত্তরসূরিরা!

বাবরি মসজিদ নিয়ে আদালতের এ সকল রায়ের পরম্পরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের স্বপ্নে বিভোর মুসলিমদের সামনে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, আমরা ভারতবর্ষের মুসলিমরা যতই অসাম্প্রদায়িকতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বিশ্বাস করি না কেন, কংগ্রেস-বিজিপি নির্বিশেষে হিন্দুরা তাদের রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেই যাবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা হাজার বছর হিন্দুদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করলেও সেখানে আমরা ছিলাম শাসকের ভূমিকায়, কখনো গোপূজারী হিন্দুদের করুণার পাত্র হয়ে নয়। কেবল জিহাদ ছেড়ে দেয়ার কারণেই ইঁদুরের বেশে চলাফেরা করা নাপাক হিন্দুরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের ভূমিতেই আজ আমাদের সাথে সিংহের মতো আচরণ দেখাচ্ছে। আমরা যদি আজ পুনরায় তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদের ঘোষণা দিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে না নিই তাহলে শুধু বাবরি মসজিদই নয়; বরং হিন্দুস্তানে ঈমানের অস্তিত্বই হুমকির মুখে পড়ে যাবে।

তাই আর গড়িমসি নয়, আর বসে থাকার সময় নেই। আর কতো বাবরি, আর কতো গুজরাট, মুজাফফরাবাদ, আসাম কিংবা দিল্লি দেখলে আপনাদের ঘুম ভাঙ্গবে?
হে উম্মাহ জাগ্রত হোন, বেছে নিন নিজেদের ইজ্জত ও সম্মানের পথ জিহাদকে।